প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তঃক্রিয়ামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ

শিখন-শেখানো হচ্ছে একটি আন্তঃক্রিয়ামূলক কাজ, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়। এটি একটি বিনিময়মূলক কাজ। এর সাফল্য বা ব্যর্থতা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষের অংশগ্রহণের ধরনের ওপর নির্ভর করে। খেয়াল করলে দেখবেন, কোনো কোনো শিক্ষকের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেখে। আবার কোনো কোনো শিক্ষকের ক্লাস হয় শিক্ষার্থীদের জন্য একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর। শিক্ষার্থীদের এই স্বতঃস্ফূর্ততা বা একঘেয়েমি শিক্ষককেও একইভাবে প্রভাবিত করে। শিখন-শেখানোর কাজকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে একঘেয়ে পঠন-পাঠনের শিকল থেকে মুক্তি দিয়ে শ্রেণিকক্ষকে শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব। এ আলোচনায় এ ধরনের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয় বিষয়ক কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো।

শিক্ষার্থীরা অফুরন্ত সম্ভাবনাময় মানবসত্তা। ফলে তাদের নিয়ে কাজ করতে হলে তাদের সম্ভাবনার মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের ইচ্ছা, চাহিদা, বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা নিয়ে সকল ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার্থী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও ইতিবাচক ধারণা রাখতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিখন ও বিকাশের বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সময়কালটি শিশুর বিকাশের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। তার ভবিষ্যৎ বিকাশের গতিপথ এ সময়ই তৈরি হয়। তাই এ বয়সের শিশুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আচরণ ও শেখার ধরন বুঝে তার শিখনে ও বিকাশে সহায়তা দিতে হবে। শিক্ষার্থীর বিকাশ হবে সার্বিক ও সমন্বিত। তাই শিক্ষকের সহায়তা হবে সার্বিক ও সমন্বিত, যা শিক্ষার্থীর শারীরিক, ভাষাবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রকে সমন্বিতভাবে অর্জন করতে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা ও অনুশীলন প্রয়োজন। যেমন- অঙ্গ সঞ্চালন, যুক্তি ও বুদ্ধির চর্চা, ভালোবাসা ও আবেগের বিনিময়, খেলাধুলা ইত্যাদি। এ ধরনের যত্নমূলক কার্যক্রমকে পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন বলা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক উভয় পর্যায়ে বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য শিশুর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রিয়া করা এবং মস্তিষ্কের কোষকে উদ্দীপ্ত করে কোষের মধ্যকার পারস্পরিক সংযোগ ঘটানো জরুরি। শিশুকে এমনভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন বা এ ধরনের অনুশীলন করাতে হবে, যাতে মস্তিষ্কের সব অংশের কোষগুলোই উদ্দীপ্ত ও সক্রিয় হয়ে সংযোগ তৈরি হয়। তার জন্য পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক অনুশীলনের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা কৌশল আয়ত্তে থাকতে হবে। যেমন, খেলা, ছড়া, গান, গল্প, আলোচনা, অঙ্কন ইত্যাদি নানাভাবে এ ধরনের ক্রিয়ামূলক কাজ করা যায়।

শিশু পৃথিবী সম্পর্কে নানা রকম জ্ঞান লাভ করে চিন্তা ও পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই শিক্ষার্থীদের বিকাশের জন্য এ ধরনের চিন্তা ও মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ দিতে হবে। নিজের বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশে শিক্ষার্থীই একক ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, বিভিন্ন শ্রেণি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে জ্ঞান বিকাশের তত্ত্বের আলোকে শিশুর বিকাশের যেসব স্তর রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন ও সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর চিন্তন ও শিখন শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও স্বতন্ত্র

প্রক্রিয়া নয়। বরং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সমাজের প্রতিটা স্তর বা সিস্টেম দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর শিখনের মূল ভিত্তি। তাই শিক্ষার্থীকে সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, দক্ষতা, সামাজিক দল বা গোত্রের কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ায় সমন্বিত করে শেখার সুযোগ দিতে হবে। তার প্রয়োজন বুঝে খেলা ও কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর আশেপাশে যারা থাকে তাদের শিক্ষা ও আচরণ শিখনকে প্রভাবিত করে বিধায় তার পরিপার্শ্ব বুঝে তাকে শিক্ষক বা অপেক্ষাকৃত সক্ষম সঙ্গীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় বিকাশ ও নিজে থেকে সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করার প্রতি জোর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিয়মিত শিক্ষার্থীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ, পরামর্শ প্রদান ও অন্যান্য উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এটা মৌখিক ও অমৌখিক উভয় ধরনের হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগের উপায়সমূহ বুঝে কার্যকরী উপায়ে যোগাযোগ নিশ্চিত করতে মৌখিক এবং অমৌখিক উভয়ভাবে যোগাযোগ করতে হবে। মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বোধগম্য ভাষা বা মাতৃভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক।

সর্বোপরি, শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা ও পরিপূর্ণ ধারণা লাভ, শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ; শিশুর বিকাশে মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের কোষের মধ্যকার সংযোগ স্থাপন; শিশুর শিখন ও বিকাশে তত্ত্বের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ও পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা নিয়ে আমাদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমে এ শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঠিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করা দেশ ও সমাজের জন্য একটা বড় লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনে একজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক হিসেবে আমাদের শিশুদের পরিপূর্ণভাবে জেনে ও বুঝে তাদের শ্রেণি কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে।

ড. হ্যাপি দাস, সহকারী অধ্যাপক, আইইআর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অনুসরণীয় বিদ্যালয়ের নাম লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নের একটি বিদ্যালয়। কিছু দিন আগেও লস্করপুর ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। কিন্তু মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টি ছিল অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে পিছিয়ে পড়া। ২০১৫ সালে মোছাঃ নাসিমা আক্তার প্রধান শিক্ষক হিসেবে এ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। যোগদানের পর থকেই তিনি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। ঠিক তখনই গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টিতে হাতে নেয় কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সক্রিয় হন এসএমসি সদস্যরা। কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু সূচকে অভিভাবক ও শিক্ষকরা একটি নম্বর প্রদান করেন এবং সংকল্প করেন যে বিদ্যালয়টিকে ছয়মাসের মধ্যেই পরিবর্তন করবেন। এরপর থেকেই শুরু হয় সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। শিক্ষক-অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সামিল হন এসএমসি'র সদস্য সৈয়দ নকিব হোসেন, হেলাল মিয়া, লায়লা আফরোজসহ এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাদের ঐক্যবদ্ধ সহায়তায় এগিয়ে যেতে থাকে বিদ্যালয়টি। কমিউনিটি নিজ উদ্যোগে বাঁশ দিয়ে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি তৈরি করেন, মাঠ ভরাট করেন, শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করেন। পরিবেশ উন্নত করতে তৈরি করেন বাগান, বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত হয় শিশুদের তৈরি উপকরণ দিয়ে। স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষকরা মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই বিদ্যালয়ের এমন আরো অনেক দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধন করেন ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানেরও উন্নয়ন হয়েছে। যেমন- বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রীই বাংলা, ইংরেজি সমানভাবে রিডিং পড়তে পারে ও নিজে নিজে গণিতের সমস্যা সমাধান করতে পারে, সকলের হাতের লেখাই স্পষ্ট ও সুন্দর, যে কোনো বিষয়ের উপর তারা উপস্থিত বক্তৃতা দিতে পারে। এমন পরিবর্তন কীভাবে হলো জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা আক্তার বলেন, আমি যোগদান করার পর থেকেই কীভাবে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা যায় ভাবছিলাম,

তখন এসেড-হবিগঞ্জের কর্মী মাহ্‌ফুজুর রহমান আমার বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোরকার্ড কার্যক্রম করার কথা জানান। আমি এ কার্যক্রম সম্পর্কে জানার পরে এক বাক্যে রাজি হয়ে যাই এবং যে দিন বিদ্যালয়ে ইন্টারফেস সভা হয় সে দিন অনেক অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হন। তারা সূচকে নম্বর প্রদান করেন। তখন সবার মাঝেই একটা পরিবর্তন খেয়াল করি। কারণ, তারা আগে মনে করতেন না যে বিদ্যালয়টি তাদেরও, এরপরে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

শিক্ষকগণ প্রতিটি ক্লাসে উপকরণ ব্যবহার করেন, পাঠদান করেন আনন্দদায়ক পরিবেশে। শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দেব বলেন, আমাদের মাঝে এখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কীভাবে বিভিন্ন সূচকে নম্বর বৃদ্ধি করা যায়, এসএমসি সদস্যরাও এখন আগের চেয়ে অনেক সক্রিয়।

এত পরিবর্তনের পরও কিছু হতাশা রয়েছে। ছয়জন শিক্ষকের মধ্যে দুইজন অন্য বিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে রয়েছেন। এর ফলে শিক্ষকদের পাঠদানে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। এখনো অনেক অভিভাবকের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। তবে সকল হতাশা দূর করে বিদ্যালয়টিকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

উল্লেখ্য, গণসাক্ষরতা অভিযান প্রত্যাশা প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ সাল থেকে প্রকল্প এলাকায় ৩২টি ইউনিয়নের ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কোর কার্ড কার্যক্রম শুরু করে।

মো: মেহেদী হাসান

বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

চরসামাইয়া ইউনিয়ন, ভোলা সদর, ভোলা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় (৩২টি ইউনিয়নে) বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে চরসামাইয়া ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভোলা জেলার সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী চরসামাইয়া ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৪,৬০৬টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৩,৯২৬টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২২,০৩০ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ১৯,২৬১ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৪.৭৮ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৯০ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৫,৬৮০ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ২,৭৬০ জন এবং ছেলে ২,৯২০ জন, যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৩,৯০১ এবং এর মধ্যে মেয়ে ১,৮৮৭ জন ও ছেলে ২,০১৪ জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৩,৫৮৪ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ১,৭৭৫ জন এবং ১,৮০৯ জন ছেলে।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা				
বয়স	পুরুষ	নারী	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	১,৪৫৩	১,৩৮৬	২,৮১৯	৪৯.১৭
৬ – ১২ বছর	২,০১৪	১,৮৮৭	৩,৯০১	৪৮.৩৭
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,৮৭৭	১,৫৩৫	৩,৪১২	৪৪.৯৯
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৪,৫৫৪	৪,২৪৫	৮,৭৯৯	৪৮.২৪
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,০৭২	৯৬৭	২,০৩৯	৪৭.৪২
৬০+ বছর	৬২১	৪১৯	১,০৪০	৪০.২৯
মোট:	১১,৫৯১	১০,৪৩৯	২২,০৩০	৪৭.৩৮
তথ্যসূত্র: চরসামাইয়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, ডিসেম্বর ২০১৩				

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী চরসামাইয়া ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ৩৫ জন। অনার্স পাস করেছেন ৪২ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ৯৯ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৪৪৫ জন, এসএসসি পাস করেছেন ৮০৭ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,১০৯ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,০৫১ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৩,৬১৯ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ২,৬৪৩ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী চরসামাইয়া ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৩১৭ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৩ জন রয়েছে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৭ জন ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৫ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

বক্তব্য রাখছেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খলিলুর রহমান

বক্তব্য রাখছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামান

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)				
৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	১,৮০৯	১,৭৭৫	৩,৫৮৪	৯১.৮৭
বিদ্যালয়ে বহির্ভূত শিশু	২০৫	১১২	৩১৭	৮.১৩
মোট:	২,০১৪	১,৮৮৭	৩,৯০১	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৫২৯	১,৪২৩	২,৯৫২	৯১.৪৬
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৮৭৫	১,৮৩০	৩,৭০৫	৮৫.৫৫
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১৩০	১৩৪	২৬৪	১৩.৪৭

তথ্যসূত্র: চরসামাইয়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, ডিসেম্বর ২০১৩

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৪৬ (মেয়ে ২৩, ছেলে ২৩) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৩২ (মেয়ে ১৯, ছেলে ১৩) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৬৯.৫৭ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার ৭৬.৯২ শতাংশ।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭২.২০ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১২.৭০ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ১৩.৬০ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ১.৫০ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

চরসামাইয়া ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৯১৪ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৪৪৯ জন এবং ছেলে ৪৬৫ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৭৯৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৯৪ জন মেয়ে ও ৪০৪ জন ছেলে। তৃতীয় শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা বেশি, ৩২৯ জন ছেলের বিপরীতে ৩৪৬ জন মেয়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতেও ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, চতুর্থ শ্রেণিতে মোট ৪৮২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে ২৫০ জন ও ছেলে ২৩২ জন এবং পঞ্চম শ্রেণিতে ৩৫৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে ১৮৪ জন ও ছেলে ১৭৫ জন।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

চরসামাইয়া ইউনিয়নের ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৩৩.৩ শতাংশ। ৩টি আধাপাকা (১৬.৭ শতাংশ) এবং ৯টি কাঁচা (৫০ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৩টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ১৬.৭ শতাংশ। ৬টি (৩৩.৩ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৯টি (৫০ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

চরসামাইয়া ইউনিয়নের ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ১৬.৭ শতাংশ। ৪টি বিদ্যালয়ে (২২.২ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে। ১টি (৫.৬ শতাংশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য টয়লেট রয়েছে। ১০টি (৫৫.৫ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই।

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

চরসামাইয়া ইউনিয়নে ৪,৪০৬টি খানায় মোট ২২,০৩০ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২৪.৮ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯১.৬৪ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি ব্যবহারের বিবেচনায় চরসামাইয়া ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানা প্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ২,৬৪৩ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে চরসামাইয়া ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে, জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা						
বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার		বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৩	১৬.৭		ব্যবহার উপযোগী	৩	১৬.৬৭
উভয়েই ব্যবহার করে	৪	২২.২		মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	২	১১.১১
শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য	১	৫.৬		ব্যবহারের অনুপযোগী	৩	১৬.৬৭
শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য	০	০		বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	১০	৫৫.৫		টয়লেট নেই	১০	৫৫.৫৫
মোট	১৮	১০০		মোট	১৮	১০০

তথ্যসূত্র: চরসামাইয়া ইউনিয়ন খানাজরিপ, ডিসেম্বর ২০১৩

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

(এরপর ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মেহেরপুরে প্রশাসন, এসএমসি, অভিভাবক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু

মেহেরপুর জেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি উত্তরপাড়া, আমদহ ইউনিয়নের ভবানন্দপুর ও দারিয়াপুর ইউনিয়নের মহিষনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা প্রশাসন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, এসএমসি, অভিভাবক ও কমিউনিটির সহযোগিতায় শুরু হয়েছে মিড ডে মিল। আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় উদ্যোগে ও প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলমগীরের একান্ত প্রচেষ্টায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ফুলের বাগান তৈরি, শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণসহ ছাত্র-ছাত্রীদের শতভাগ লাল-সবুজের ড্রেস নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি আলাদা কক্ষে উপকরণের মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ এ উদ্যোগের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে আমদহ ইউনিয়নের ভবানন্দপুর বিদ্যালয়ে পরিবর্তন এসেছে। আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। দারিয়াপুর ইউনিয়নের মহিষনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে শতভাগ ভর্তি, শতভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস নিশ্চিত, বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বাগান তৈরি ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিদ্যালয়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসন, শিক্ষা প্রশাসন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়াচ গ্রুপ ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততায় সেপ্টেম্বর মাসে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে।

মিড ডে মিল প্রস্তুতি সভায় মহিষনগর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

এসএমসি'র সভাপতি মোঃ বাকের আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সেখ ফরিদ আহম্মেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ হেমায়েত উদ্দীন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ তৈফিকুল বারী বকুল, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মফিজুর রহমান, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আয়ুব হোসেন প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ গোলাম ফারুক। এ সভায় অভিভাবকরা প্রতি মাসে দুই কেজি করে চাল দিয়ে এ কর্মসূচিকে বেগবান করার অঙ্গীকার করেন। স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততার ফলে এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মুজিবনগরের ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পরিবেশ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনায় বিদ্যালয়টি ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এলাকার বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ১৮৮০ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। ৯৯ শতক জমির উপর গড়ে ওঠে এ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় রয়েছে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছে ভরা বাগান। কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাচীর ও গেট নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান, এসএমসি'র সভাপতি রকিবুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ১০০% স্কুল ড্রেস নিশ্চিত, শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ৪০৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এবং ১০জন শিক্ষক রয়েছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাসের পাশাপাশি ৪-৫জন করে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পায়। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কাজ অনুশীলনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা

কাব-স্কাউট, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এসএমসি'র সভাপতি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য রকিবুল ইসলাম ২০১৬ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জানান, সরকারের পাশাপাশি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমঝুপি ওয়াচ গ্রুপের লবিং-এর ফলে খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শিরিনা খাতুন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাসহ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াতে অসুবিধায় পড়তে হয়। বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬০ জন। শিক্ষকের পদ সংখ্যা ৮ জন হলেও শিক্ষক ছিলেন ৬ জন। এমতাবস্থায় আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের নির্বাহী প্রধান ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্য সচিব আশাদুজ্জামান সেলিমসহ খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ওয়াচ গ্রুপের একটি প্রতিনিধি দল মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এস. এম. তৌফিকুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দীন বরাবরে খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণের দাবি জানান। ওয়াচ গ্রুপের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোহাদ্দেস আলীকে এ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণের জন্য এলাকাবাসী, অভিভাবক ও এসএমসি'র সদস্যরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সাদ আহাম্মেদ

কমিউনিটির উদ্যোগে দক্ষিণ বাগবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনমানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ বাগবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ স্বল্পতা সমস্যার সমাধান হলো। ১৯৯২ সালে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০২ সালে এ বিদ্যালয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪ কক্ষবিশিষ্ট একটি পাকা ভবন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদার তুলনায় শ্রেণিকক্ষ কম হওয়ার কারণে পাঠদান কর্মসূচি ব্যাহত হয়ে আসছিল। এতদিন ৩টি কক্ষে ক্লাস হয় এবং ১টি কক্ষে শিক্ষকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে বসে পাঠগ্রহণ করতে ভীষণ কষ্ট পোহাতে হতো। এ বিষয়টি অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে এসএমসি ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের নজরে আসে। তারা সকলে মিলে শিক্ষা কর্মকর্তা ও অত্র এলাকার জনগণের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সহযোগিতায় একটি টিনশেড শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত

মোতাবেক অত্র বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। শ্রেণিকক্ষটি নির্মাণে প্রায় পনেরো হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। এ শ্রেণিকক্ষটি নির্মাণের ফলে বর্তমানে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলানের সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে লেখাপড়া করছে।

কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে তারিকুল

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়নের দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র মোঃ তারিকুল ইসলাম। শুরু থেকেই সে দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে এবং ২০১৬ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার পরীক্ষার্থী। সে দেবেরছড়া গ্রামের আফসার আলী ও ঊষা বেগমের সন্তান। তারিকুলের বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এর ফলে তারিকুলের মা তাকে নিয়ে সমস্যায় পড়েন। শত বাধার সম্মুখীন হয়েও তারিকুল কৃতিত্বের সঙ্গে চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু তার বাবা সৎমায়ের পরামর্শে তাকে গার্মেন্টসে কাজ করার জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেন।

গত অক্টোবর মাসে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএমসি সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করেন। সেই সভায় ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তারা এই বিষয়টি জানতে পেরে তারিকুলের মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার মা-বাবাকে লেখাপড়ার সুফল সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন এবং তারিকুলকে পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের অনুরোধে তারিকুলের বাবা-মা তাকে ঢাকা থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন এবং পুনরায় তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর কথা দেন। এরপর থেকে সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করে। এ বিষয়ে তারিকুল জানায়, সে আবার বিদ্যালয়ে ফিরে আসতে পেরে অনেক খুশি হয়েছে। সে লেখাপড়া করে অনেক বড় হতে চায় ও দেশের সেবা করতে চায়। সে আরও জানায়, সমাপনী পরীক্ষায় সে ভালো ফল অর্জন করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের স্বপ্ন দেখছে প্রতিবন্ধী ছাত্র রকিবুল

রকিবুলের স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শিখে সে অনেক বড় হবে। কিন্তু জন্ম থেকেই সে শারীরিক প্রতিবন্ধী। শারীরিক সমস্যার কারণে সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। চলাচল করার জন্য হুইল চেয়ার প্রয়োজন হয়। জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তার বিদ্যালয়ে আসার স্বপ্নকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। ফুলকোচা ইউনিয়নের তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র রকিবুল। চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অনীহা প্রকাশ করেন। বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ অবহিত হয়ে প্রধান শিক্ষকসহ সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাদের লবিংয়ের মাধ্যমে রকিবুলের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০১৬ সালের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ায় সে অনেক আনন্দিত ও গর্বিত।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগের ফলে রকিবুলের পক্ষে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এজন্য রকিবুলের স্বজনরা এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। এ প্রসঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বলেন, প্রতিবন্ধীরাও আমাদের সমাজের অংশ। তাদেরকেও শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলে তারাও লেখাপড়া শিখে অনেক বড় মানুষ হতে পারবে।

আবদুল হাই

আবদুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া

হবিগঞ্জ জেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম এলাকায় সম্পূর্ণ হাওড়বেষ্টিত একটি বিদ্যালয়, এর নাম আবদুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে ১০৩ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। ৫ জন শিক্ষক তাদের নিরলসভাবে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয়ে রয়েছে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ বাক্স। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মৌখিক কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না। যে কোনো অভিযোগ বা সমস্যার কথা লিখে বাক্সে ফেলতে হয়, যা দেখে শিক্ষকরা যথাযথ ব্যবস্থা গহণ করেন। বিভিন্ন কার্যক্রম তথ্য ও বার্তা প্রদর্শনের জন্য রয়েছে ডিসপ্লে বোর্ড। এই ডিসপ্লে বোর্ডের তথ্য ও ছবি প্রমাণ করে এই বিদ্যালয়ে কখন কী হয়। শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের উপস্থিত বৃক্ততা, গান, ছড়া ও উপস্থাপনার জন্য আছে বিশেষ ব্যবস্থা। অভিভাবকদের সচেতনতার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার শূন্য এবং পাশের হার শতভাগ।

টংগীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা সংস্কার

হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার তেঘরিয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম এলাকার টংগীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি হাওড়বেষ্টিত এলাকায় অবস্থিত। প্রতি বছর বর্ষা ও বন্যায় প্লাবিত হয় এই বিদ্যালয়। এতে ক্ষতি হয় রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয়ের চারপাশ। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বন্যা ও বর্ষায় বিদ্যালয়ের রাস্তাঘাট ভেঙে যাওয়ার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেক কষ্টে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। শিশুরা ভাঙা রাস্তা দিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে ভয় পায়। এজন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কমে যায়। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। বিষয়টি তেঘরিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দৃষ্টিগোচর হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা টংগীরঘাট গ্রামের যুবক ও তরুণদের একত্রিত করে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গ্রামের তরুণ ও যুবসমাজ তৎক্ষণাৎ রাস্তা সংস্কারের জন্য কাজে লেগে পড়েন। তারা ৪-৫ ঘন্টার মধ্যে মাটি ভরাট করে প্রায় ২০০ মিটার রাস্তা পুনর্নির্মাণ করেন। শিশুরা যাতে নির্বিঘ্নে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারে তার সুব্যবস্থা করা হয়।

এই কাজে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করে। কথায় বলে, দশের লাঠি একের বোঝা। তেঘরিয়া ইউনিয়নের টংগিরঘাট গ্রামের মতো সবাই যদি এগিয়ে আসত, তাহলে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল সমস্যা সহজেই দূর করা যেত।

কাজল সমাদ্দার

ফকিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মহৎ উদ্যোগ

এসেড ও গণসাক্ষরতা অভিযানের যৌথ উদ্যোগে হবিগঞ্জে পরিচালিত হচ্ছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের লক্ষ্য একটাই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্মএলাকার মধ্যে নিজামপুর ইউনিয়ন একটি। নিজামপুর ইউনিয়নের ফকিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষায়-সফলতায় কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। বিগত কয়েক বছর ধরে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করে আসছে। ২০১৫ সালের সমাপনী পরীক্ষায় ৩জন এ+ সহ ২ জন বৃত্তি পেয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে লবিং করে বিদ্যালয়ের জন্য একটি ল্যাপটপের ব্যবস্থা করে দেয়। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি চিত্রাঙ্কন, উপস্থিত বৃক্ততা, আবৃত্তি, গানসহ নানাবিধি কার্যক্রম শেখানো হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি শতভাগ। শতভাগ উপস্থিতি ধরে রাখা ও শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহজাহান এক অভিনব পদ্ধতি চালু করেন। তিনি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে ১১০টি টিফিন বক্স বিতরণ করেন, যাতে শিক্ষার্থীরা বক্সে করে দুপুরের খাবার নিয়ে আসে। এই উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে মা সমাবেশে এর উপকারিতা বুঝিয়ে বলা হয়। এখন কোনো শিক্ষার্থী টিফিনের সময় পালিয়ে বাড়ি চলে যায় না। প্রধান শিক্ষক বলেন, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের কাজের সঙ্গে আমরা সবাই যদি হাত লাগাই এবং একটু সচেতন হই তাহলে শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বলবে।

মাহ্‌ফুজুর রহমান

রিকশাচালক তারা মিয়া শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন শিক্ষা উপকরণ

তারা মিয়া পেশায় একজন রিকশাচালক। তার বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। সে বাবা-মায়ের বড় সন্তান। তার বাবার নাম আব্দুল হেলিম। বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চকলেঙ্গুরা গ্রামে। তারা মিয়া বিবাহিত ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তারা মিয়া স্বপ্ন দেখত পড়ালেখা করে অনেক বড় মানুষ হবে। আর্থিক অনটনের কারণে ছোট দুই ভাইসহ কেউই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে পারেনি। সংসারের অভাব দূর করার জন্য তারা মিয়া ও তার দুই ভাই অন্যের বাড়িতে কাজ নেয়। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা মিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়নি। এভাবে তিন ভাই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে।

১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে চকলেঙ্গুরা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ চলাকালে ১০টি খাতা ও ১০টি কলম নিয়ে হাজির হন তারা মিয়া। দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি কম্প ক্রান্তি ম্রং এবং বারমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমারের হাতে এসব উপকরণ তুলে দিয়ে অত্র বিদ্যালয়ের গরিব শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের অনুরোধ করেন। উপস্থিত সবাই জানতে চান, সে কীভাবে মহতী কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

তারা মিয়া বলেন, সেরা'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ নজরুল ইসলামের কাছ থেকে নিয়ে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন বইপত্র পড়তাম এবং অভিভাবক/মা সমাবেশে উপস্থিত হয়ে সবার কথা মনোযোগ সহকারে শুনতাম। নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নয়ন বিষয়ক সভায় অতিথিদের কথা শুনে মনে মনে স্থির করি গরিব শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য সাধ্যমতো সহযোগিতা করব। এরপর থেকে

গরিব শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন রিকশা চালিয়ে যা আয় করি তা থেকে ১০/১৫ টাকা সঞ্চয় করি। আমার ইচ্ছা, এভাবে সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে পর্যায়ক্রমে দুর্গাপুর ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের খাতা-কলম কিনে দিব। আমার জীবন থেকে শিখেছি, শিক্ষাই ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার। তাই একজন গরিব শিক্ষার্থীও যেন খাতা-কলমের অভাবে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক ও শিক্ষকরা বলেন, দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে তারা মিয়ার মতো শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির খুব প্রয়োজন। পরিশেষে বারমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার রিকশাচালক তারা মিয়াকে স্যালুট করেন।

পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ছিল খুব নিচু। বিদ্যালয়টি ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়নি। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের মাঠ না থাকায় সহপাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন। হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য আঃ রহিম এবং আবু সাঈদ ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তারা বুঝতে পারেন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে বিদ্যালয়ের মাঠ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ ও হোগলা ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা খরচ করে পূর্বপাটরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন করে দেয়। মাঠ উন্নয়ন করেই ক্ষান্ত থাকেনি তারা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এসএমসি'র সঙ্গে আলোচনা করে স্লিপ ফান্ডের উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে মাঠের চারপাশে বৃক্ষ রোপণ করেন। শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠ পেয়ে খুবই উৎসাহ বোধ করছে।

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়মুখীকরণ

পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মরিয়ম বেগম। তার বাবা আব্দুল হেকিম, মা হালেমা খাতুন। নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নের ডোলকর গ্রামে তাদের বাস। তিন বোনের মধ্যে মরিয়ম বেগম সবার বড়। তার কোনো ভাই নেই। বাবা আব্দুল হেকিম দিনমজুর। মেয়ের লেখাপড়ার প্রতি গুরুত্ব নেই। অভাবের তাড়নায় মরিয়ম বেগমকে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছিল তার বাবা-মা। হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ফয়সাল আহমেদ বিষয়টি জানতে পারেন। ফয়সাল আহমেদ মরিয়মের বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে বিদ্যালয়মুখী করার উদ্যোগ নেন। এর পাশাপাশি ফয়সল আহমেদ মরিয়মকে এক সেট স্কুল ড্রেস, এক সেট সাধারণ ড্রেস এবং সমাপনী পরীক্ষার মডেল টেস্টের ফি পরিশোধ করে দেন। মরিয়ম বেগম নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে। সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফয়সাল আহমেদ বলেন, মরিয়ম বেগমের মা-বাবা কথা দিয়েছেন যত কষ্টই হোক তাদের মেয়েকে ভবিষ্যতেও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিবেন। সমাজের সবাই যদি দরিদ্র ও অসহায় শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ায়, তবে কোনো শিক্ষার্থী আর ঝরে পড়বে না।

এ. কে. এম. রফিকুল ইসলাম

পূর্ব পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া

পূর্ব পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে অবস্থিত। এই এলাকাটি খুবই দুর্গম। এ বিদ্যালয়টি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়করণ হয় ২০১৩ সালে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭৪ জন এবং শিক্ষক রয়েছেন ৪ জন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত যথাযথ নয়। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নত হলেও গুণগতমান তেমন ভাল ছিল না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তৎপর হওয়ার ফলে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। শিক্ষক ও এসএমসি কর্তৃক হোম ভিজিট নিয়মিতভাবে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। অভিভাবকদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে শিক্ষার্থী হাজিরা সব সময় ৯০%-এর উপরে থাকে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাস নিশ্চিত হয়েছে। ২০১৫ সালে ২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জনই পাস করেছে। শতভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে। এসএমসি'র সক্রিয়তার কারণে প্রত্যেক মাসে এসএমসি সভা এবং প্রতি তিন মাস পরপর মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে শতভাগ

ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহে একদিন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেণিকক্ষগুলো মনীষীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের কক্ষগুলো সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।

পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ কৃতকার্য

পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নে অবস্থিত। এ বিদ্যালয়টি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়করণ হয় ১৯৭৩ সালে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৪৬ জন এবং ৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত যথাযথ নয়। এ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নত হলেও লেখাপড়ার মান ভাল না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ তৎপর হওয়ার ফলে অনেক সাফল্য নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষক ও এসএমসি কর্তৃক হোম ভিজিট নিয়মিতভাবে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। অভিভাবকদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিক্ষার্থী হাজিরা সব সময় ৯০%-এর উপরে থাকে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাস নিশ্চিত হয়েছে। ২০১৫ সালে ৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩১ জনই পাস করেছে। শতভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে। এসএমসি'র সক্রিয়তার কারণে প্রত্যেক মাসে এসএমসি সভা এবং প্রতি তিন মাস পরপর মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশ

নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেণিকক্ষগুলো মনীষীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের কক্ষগুলো সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ফুল ও সবজি বাগান করা হয়েছে।

ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বৈদ্যুতিক ফ্যান প্রদান

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর পাশে অবস্থিত ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চর এলাকার অতি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি এবং শিক্ষার মান অনেক ভাল। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭২৩ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৩৫৬ জন এবং ছাত্রী ৩৬৭ জন। ২০১৫ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ১০০% এবং বৃত্তি পেয়েছে ১৪ জন। শিক্ষার্থী উপস্থিতি ৯০%-এর উপরে। কিন্তু গরমের সময় শিক্ষার্থী উপস্থিতি অনেক কমে যায়। যেমন আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে তীব্র গরমে ক্লাসে থাকা কষ্টসাধ্য ছিল। তাই মাঝে মাঝে তারা বাইরে এসে বিশ্রাম নিত। এমতাবস্থায় গত আগস্ট মাসে মা সমাবেশের মাধ্যমে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা অভিভাবকদের কাছে বিদ্যালয়ের জন্য কিছু বৈদ্যুতিক ফ্যান দাবি করেন। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে

অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের জন্য ১০টি ফ্যান প্রদান করেন, যার মূল্য প্রায় ষোলো হাজার টাকা। এখন শিক্ষার্থীরা গরমের মধ্যেও ভালোভাবে ক্লাস করতে পারে।

মোঃ শাহ আলম, মোঃ মতলেবুর রহমান

সিরাজগঞ্জে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক ও এসএমসি'র যৌথ উদ্যোগে উদয়কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি

সেপ্টেম্বর ২০১৬ মাসে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের উদয়কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় একটি বাগান তৈরি করা হয়েছে। এ বাগান তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন এসএমসি সভাপতি মোঃ আবু মুসা, সদস্য আঃ ওয়াহাব, মোঃ মজনু হোসেন, মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ভদ্রঘাট কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি গাজী আলতাফ হোসেন তালুকদার, সহ-সভাপতি মোঃ আনিছুর রহমান, গাজী এমদাদুল হক প্রমুখ। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরাও বাগান তৈরিতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। বাগানটিতে বিভিন্ন ফুল ও পাতাবাহারের গাছ লাগানো হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও বাগান তৈরিতে নিজ হাতে কাজ করেছেন। বর্তমানে শিক্ষক, এসএমসি, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও এলাকার জনগণ যৌথভাবে

বাগানটির পরিচর্যা করছেন। বাগান তৈরির ফলে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বেড়েছে, পরিবেশ উন্নত হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার চারটি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে এবং কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ও ভদ্রঘাট, রায়গঞ্জ উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভা পৃথকভাবে নিজ ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় অত্র ইউনিয়নগুলোর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউপি সদস্য, এনডিপি প্রতিনিধি, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম বিষয়ে এ সভায় আলোচনা হয় এবং পরিদর্শন পরবর্তীকালে মডেল বিদ্যালয় অনুসরণ করে নিজ এলাকার বিদ্যালয়গুলো উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে বেশি আলোচনায় আসে মা সমাবেশ নিয়মিতকরণ বিষয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনে মায়ের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা উক্ত সভায় বেশি আলোচিত হয়। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে এতো কাজ করে তা আমরা আগে জানতাম না। এগুলো সমাজের সকলের কাজ। তাই তারা এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা দিবেন মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন ও অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও অর্জন পর্যালোচনা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ভদ্রঘাট ও রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও অর্জিত ফলাফলের উপর পৃথক আলোচনা সভা ২৪ অক্টেবর ২০১৬ তারিখে ভদ্রঘাট ইউনিয়নে এবং ২৫ অক্টেবর ২০১৬ তারিখে ধানগড়া ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ইউপি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, ইউপি চেয়ারম্যানসহ ভদ্রঘাট ইউনিয়নে ১৩২ জন এবং ধানগড়া ইউনিয়নে ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন। এসব সভায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্জিত ফলাফল ইউনিয়নের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। উপস্থিত অনেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করেন। মুক্ত আলোচনায় সকলে সম্মিলিতভাবে চলতি বছরের কাজের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা ও উপায় আলোচনা করেন। এরপর সকলের অংশগ্রহণে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ সকলেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

মোঃ শাহ আলম সরকার

তজুমদ্দিনের চাচড়ায় চরলক্ষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার, ফুলের ঝাড় ও পানির ফিল্টার প্রদান

ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাচড়া ইউনিয়নের চরলক্ষী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার ও ফুলের ঝাড় দিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এম. আলাউদ্দিন জামাল। দীর্ঘদিন স্কুলে চেয়ার সংকট থাকায় এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন এ জনপ্রতিনিধি। এ ছাড়াও একটি পানির ফিল্টার দিয়েছেন মোঃ সাইদুল হক তালুকদার, তিনি বিদ্যালয়ের জমিদাতাদের মধ্যে একজন।

প্রাথমিক শিক্ষায় মান বাড়াতে ও ঝরে পড়া রোধে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা আভিযান যৌথ উদ্যোগে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম শুরু করার পর লেখাপড়ার মান উন্নয়ন হয়েছে। এত কিছুর পরেও স্কুলে চেয়ারের সমস্যা ছিল। স্কুলের সমস্যার কথা বিবেচনা করে জনপ্রতিনিধি এম. আলাউদ্দিন জামাল ১৭ অক্টোবর দুটি চেয়ার ও স্কুলের সাজসজ্জার জন্য একটি ফুলের ঝাড় প্রদান করেন। একই সঙ্গে স্কুলের জমিদাতাদের মধ্যে একজন মোঃ সাইদুল হক তালুকদার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পানির ফিল্টার প্রদান করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুন কান্তি শীল জানান, এভাবে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে কোনো কিছুই আর অসম্ভব থাকে না, সব কিছুতেই সফলতা অর্জন করা যায়।

ভোলার ভেদুরিয়ায় স্কুলের মাঠ ভরাটের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করলেন ইউপি চেয়ারম্যান

ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ভেদুরিয়া ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেছেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ তাজুল ইসলাম। গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ও গণসাক্ষরতা আভিযানের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্কোর কার্ড বিষয়ক সভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।

২৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে স্কোরকার্ড বিষয়ক ইন্টারফেস সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বিদ্যালয়ে আসেন চেয়ারম্যান আলহাজ তাজুল ইসলাম। এ সভায় উপস্থিত লোকজনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের জন্য এক লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। এ ঘোষণায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অন্যান্য কমিটির সদস্যরাও সাধুবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে মাঠটি জলমগ্ন হয়ে আছে। এ কারণে স্কুলের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারছিল না।

লালমোহনের ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির ফিল্টার দিয়েছেন এসএমসি সভাপতি

ভোলার লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের ধলীগৌরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি পানির ফিল্টার দিয়েছে এসএমসি'র সভাপতি মোঃ নুরনবী। ফলে স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই নিরাপদ পানি পান করতে পারছে। এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুল শিক্ষকরা।

১৯৪৬ সালে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণ করা হয়। বিদ্যালয়ের জন্য মৃত অমরেন্দ্রনাথ ৪৯ শতাংশ জমি দান করেন। বিশ্বব্যাংক ও এলজিইডি'র সহায়তায় দুটি ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ১১ জন এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬৩০ জন। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভালো এবং খেলাধুলায়ও স্কুলটির সুনাম রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফখরুল আলম জানান, এডুকেশন ওয়াচ কমিটি ও এসএমসি সক্রিয় থাকায় বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান ও পরীক্ষার ফল ভালো হচ্ছে। বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সবাইকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক।

দক্ষিণ-পশ্চিম চরসামাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে

ভোলার চরসামাইয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা দির্ঘদিন ধরে স্কুল ড্রেস পরে আসত না, কেউবা টাকার অভাবে স্কুল ড্রেস তৈরি করতে পারত না। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এবার শতভাগ শিক্ষার্থীরা স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে আসে। এজন্য মা ও অভিভাবক সমাবেশ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে বলে জানালেন স্কুলের শিক্ষকরা। অন্যদিকে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ছিল সর্বদা সক্রিয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিনিয়ত স্কুলগুলোতে কাজ করার সুবাধে এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে জানান এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ বজলুর রহমান মাস্টার।

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম চরসামাইয়ায় ১৯৮৭ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা হয়। স্কুল নির্মাণের জন্য ৫০ শতক জমি দান করেন সমাজসেবক আঃ রশিদ ও আঃ বারেক মহাজন। পরবর্তীকালে ২০১৩-'১৪ সালে সৌদি সরকার স্কুলটিতে তিনতলা ভবন নির্মাণ করে দেয়। স্কুলটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৭ জন এবং শিক্ষক পাঁচজন।

হারুন উর রশীদ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, এসএমসি, শিক্ষক ও জনগণের অর্থায়নে জলাবদ্ধতা নিরসন

খুলনার গজেন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বেলা ১১টা নাগাদ স্কুল প্রাঙ্গণে খেলা করছিল কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। জানা গেল, এখন তাদের টিফিনের সময়। বিদ্যালয় ভবনের সামনেই বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। পাশেই দেখা গেল একটা নতুন পাকা ড্রেন। ফুট তিনেক গভীর আর দেড় ফুটের মত চওড়া। মাঠের এক প্রান্ত থেকে শুরু করে মিলেছে বিলের পানি নিষ্কাশনের তৈরি ড্রেনেজ সিস্টেমের সঙ্গে।

বিদ্যালয় মাঠেই কথা হলো কয়েকজন পড়ুয়ার সাথে। হযরত, হাসনাইন, মীম, জান্নাতুল, মুজাহিদ, তামিম নামের প্রাণ উচ্ছল এই শিশুরা এখন বেজায় খুশি। খেলার মাঠ থাকলেও বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে হাঁটুপানি জমে থাকত। খেলা তো দূরের কথা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাই ছিল কষ্টকর। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ কামরুল ইসলাম জানালেন, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি যৌথভাবে এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি'র প্রচেষ্টায় পাকা ড্রেন নির্মাণ করা হয়। জলাবদ্ধতার অবসান হওয়ায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই আনন্দিত।

কমিউনিটির উদ্যোগে স্কুলঘর নির্মাণ

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ইউনিয়নের কে. এন. কে. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাত্র তিনটি কক্ষ নিয়ে বিদ্যালয় ভবন। একটি কক্ষে ছোট্ট করে ঘেরা দিয়ে বসেন শিক্ষকরা। বাকি আড়াইটি কক্ষে চলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠদান। এতে ১৭২ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন। সঙ্গত কারণেই ব্যাহত হয় নিত্যকার শিক্ষা কার্যক্রম। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি অনেকটা বছর পেরিয়ে এলেও এ সমস্যার সমাধান হয়নি এতদিন।

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে বদলে গেছে অনেক কিছুই। এসএমসি সক্রিয় হয়েছে, অভিভাবক ও বিদ্যানুরাগীদের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহ বেড়েছে। যার অংশ হিসেবে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এসএমসিকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে দেনদরবার করেছে। এসএমসি'র মাধ্যমে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ ৩৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এই অর্থ দিয়ে শিশুশ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পাকা ভিতের কাজ শেষ হয়েছে। পূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ করতে এখনো কিছু অর্থের প্রয়োজন। এ বিষয়ে ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি যৌথভাবে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায়, অচিরেই শিশুরা তাদের জন্য একটা আকর্ষণীয় শ্রেণিকক্ষ পাবে।

আনোয়ার আহমেদ

বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে অবস্থিত টালিয়ামারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ছিল না। তারা বাধ্য হয়ে পাশের বাড়িতে পানি আনতে যেত। এমনিতেই এলাকায় নিরাপদ পানির সংকট। তদুপরি শিক্ষার্থীদের নিত্যদিনের পানির যোগান দেওয়া স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কষ্টকর। এই সংকটের কথা বিবেচনায় এনে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়টিতে একটি নলকূপ স্থাপনের সিদ্ধান্ত কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ ব্যাপারে এসএমসি, শিক্ষক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এবং উপজেলা পরিষদে এ সমস্যা সমাধানের জন্য দেনদরবার করে। সকলের ঐকান্তিক উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে একটি টিউবওয়েল স্থাপন করে। এর ফলে দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা দূরীভূত হয়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ রক্ষায় কমিউনিটি ও অভিভাবকদের উদ্যোগ

বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুরক্ষায় অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নের ডবডবিয়া আর. কে. বি. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারি অনুদান কিংবা বরাদ্দ ছাড়াই এ বিদ্যালয়ের সামনের বিস্তীর্ণ মাঠ ঘেরা দেওয়া হয়েছে। এক পাশে রয়েছে ফুলের বাগান। মাঠের চারপাশে রোপন করা হয়েছে নারকেল, মেহগনি আর শিরীষ গাছ। এসব গাছ সুরক্ষার বিষয়ে ভাবনায় পড়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আশ্রয় ফাউন্ডেশন পরিচালিত 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ'-এর নজরে আসে বিষয়টি। কমিউনিটি স্কোর কার্ড ইন্টারফেস সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয়। সেখানে অভিভাবকরা একমত হন যে, বাঁশের বেড়া দিয়ে মাঠের চারপাশ ও ফুলের বাগান ঘেরা হবে। এতে যে পরিমাণ বাঁশ ও আনুষঙ্গিক খরচ লাগবে সে বাবদ অর্থও তারা সবাই মিলে দিবেন। এর কয়েক দিনের মধ্যেই সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় কাজটি সম্পন্ন হয়। এখন বিদ্যালয়ের মাঠের চারপাশে লাগানো গাছ এবং ফুলবাগান সুরক্ষিত। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এ কাজটি সম্পন্ন করার পিছনে এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপ নেপথ্যে থাকলেও অভিভাবকরাই মূল ভূমিকা পালন করেছেন।

মমতাজ খাতুন

(পৃষ্ঠা ৪-এর পর)

বেইসলাইন প্রতিবেদন, চরসামাইয়া ইউনিয়ন, ভোলা সদর, ভোলা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদেরকে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিশু ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ উন্নয়ন, আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণকে যে-সব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের এসএমসি-তে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- শিশুদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জন প্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে 'ওয়াচ গ্রুপ' এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরে পড়া শিশুর দরিদ্র অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির

বক্তব্য রাখছেন পিটিআই-ভোলার তত্ত্বাবধায়ক শিরিন শবনম

বক্তব্য রাখছেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির

সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএমসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয় সমস্যাবলি উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবারকরণে ।

শিক্ষক

শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি । শিক্ষকরা উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন । তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব । এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণে
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ ও এসএমসি সভা আয়োজনে ।

শিক্ষা কর্মকর্তা

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন । তাই এই কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি । যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ততথ্য সম্পর্কে নিয়মিত অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যাবলি নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে ।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ২০১৩ সালের বেইসলাইন জরিপের তথ্য মুদ্রিত হলো, যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের সূচকগুলো মূল্যায়ন করতে পারেন ।

খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকার শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন

২-৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের আশ্রয় ফাউন্ডেশন পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপ এলাকার শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলো । এই পরিদর্শন কার্যক্রমে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত ৩ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৪ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৭ জন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ৮ জন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ২২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন । মূলত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিবাচক পরিবর্তন শিক্ষা কর্মকর্তাদের অবগত করানো এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্ম এলাকায় প্রয়োগই এই পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ।

পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রথম দিনে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচিতি, খুলনা জেলায় আশ্রয় ফাউন্ডেশন পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম এবং অর্জন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয় । পরিদর্শন কার্যক্রমের দ্বিতীয় দিনে কর্মকর্তারা আশ্রয় ফাউন্ডেশন পরিচালিত খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার ঝালবাড়ি ও কড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন । অংশগ্রহণকারীরা উপর্যুক্ত দুটি বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে দুটি ইউনিয়নের ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি সদস্য ও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন । ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে বিদ্যালয় দুটিতে এসএমসি সক্রিয় হয়েছে, অভিভাবক সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় ও অভিভাবকদের উপস্থিতি বেড়েছে, শিক্ষকরা আরো দায়িত্বশীল হয়েছেন, শিক্ষার্থী উপস্থিতি বেড়েছে ও ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা বেড়েছে এবং বিদ্যালয়ের উন্নয়নে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে । ওয়াচ গ্রুপের সঙ্গে মতবিনিময়কালে অংশগ্রহণকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা বিদ্যালয়ের

সার্বিক কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তনের ভূয়সী প্রশংসা করেন । তারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমসমূহ বিভিন্নভাবে যাচাই করেন এবং এর ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহের প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করেন । অবশেষে তারা অকপটে স্বীকার করেন যে, বিদ্যালয় দুটিতে তাদের কর্ম এলাকার বিদ্যালয়ের থেকে জনগণের সম্পৃক্ততা যথেষ্ট ইতিবাচক এবং এখানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে । ফলে বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ।

পরিদর্শন অভিজ্ঞতার আলোকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মএলাকায় বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেকে ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন । বিশেষ করে কমিউনিটিকে প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজে লাগিয়ে এসএমসিকে সক্রিয়করণ, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, সহপাঠ কার্যক্রম নিয়মিতকরণ, স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ, সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো তারা কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেন ।

মির্জা মোঃ দেলোয়ার হোসেন

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

১৬ - ১৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা। এ সভায় প্রত্যাশা প্রকল্পের ৮টি সহযোগী সংস্থা ও অভিযানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। 'প্রত্যাশা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল সক্ষমতা ও পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি'- এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এ সমন্বয় সভার সূচনাতে অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা প্রকল্পের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরেন। এ সমন্বয় সভায় ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন, চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন আশ্রয় ফাউন্ডেশন- খুলনা, আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা-জামালপুর, এসেড-হবিগঞ্জ, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা-ভোলা, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র-মেহেরপুর, এনডিপি-সিরাজগঞ্জ, সেরা-নেত্রকোণা, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা-গাইবান্ধার প্রতিনিধিরা।

অর্জনসমূহ

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কর্মএলাকার বিদ্যালয়গুলোর অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে পাঠ্যবইয়ের বাংলা, ইংরেজি পড়তে লিখতে ও বলতে পারে এবং গণিতের সমস্যার সমাধান করতে পারে।
- প্রচার, প্রচারণা, সভা, সেমিনারের ফলে ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে।
- এডুকেশন ওয়াচ এলাকা বহির্ভূত কমিউনিটিতেও ওয়াচভুক্ত এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
- ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগের ফলে শিক্ষা প্রশাসনের সহযোগিতায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- মেহেরপুরের দারিয়াপুর ইউনিয়নে গৌরিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রকে শিশুশ্রম থেকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
- কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
- অভিভাবকরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং বাড়িতেও সন্তানের লেখাপড়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।
- এসএমসি ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্ট্যান্ড ফ্যান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ফিল্টার, সাউন্ডবক্স প্রদান ও মাঠ ভরাট করা হয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিক্ষার্থী সমাবেশ, মা সমাবেশ ও এসএমসি সভা নিয়মিত হয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টিউবওয়েল স্থাপন ও মেরামত করা হয়েছে।
- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করা ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে ও শিক্ষকস্বল্পতা দূরীকরণে কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এবং এসএমসি'র উদ্যোগে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে;
- ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- নদীভাঙন কবলিত এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্কুলগামী করা অনেক কষ্টসাধ্য ।
- এসএমসি গঠন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা এবং এসএমসিসহ অন্যান্য কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব।
- সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতার অভাব রয়েছে।
- শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব।
- বিদ্যালয়ের কমিটিগুলোতে যথাযোগ্য সদস্য না থাকা।
- মানসম্মত শিক্ষকস্বল্পতা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে অভিযানের মনিটরিং রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। এ উপস্থাপনায় গত তিন মাসের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভ্যালু ফর মানি (ভিএফএম) ও রিজাল্ট বেসড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। প্রত্যাশা প্রকল্পের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ের কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন অভিযানের উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। অভিযানের বিভিন্ন ইউনিট প্রতিনিধিরা ইউনিটভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মতবিনিময় করেন।

সমন্বয় সভার দ্বিতীয় দিনে অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান স্কোর কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও কর্মএলাকা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিক্ষা মেলা ২০১৬ -'১৭ আয়োজন পরিকল্পনা ও রূপরেখা উপস্থাপন করেন উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক দেলোয়ার হোসেন। তিনি শিক্ষা মেলায় গতানুগতিকতার বাইরে এসে নতুন কিছু উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) তৌফিক হোসেন চৌধুরী সংস্থাভিত্তিক ডিউ-ডেলিজেন্স এসেসমেন্ট (ডিডিএ)-র গুণগত মান বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। ব্যবস্থাপক (অর্থ) প্রদীপ কুমার সেন প্রকল্পের বিল ভাউচারের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে ত্রুটি নিরসনের উপায় তুলে ধরেন।

মোঃ আশিক ইকবাল

আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমি যোগদান করি ২০০৫ সালে। এরপর থেকে চেষ্টা করছিলাম বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তুলতে। বিদ্যালয়ের সকল কমিটির সকল সদস্যকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেও কয়েকজন সদস্য ব্যতীত আর কারো সহযোগিতা না পেয়ে এক সময় নিজের উৎসাহ কমতে শুরু করে। এমনিভাবে চলতে চলতে ২০১৩ সালে আমার বিদ্যালয়ে একটি নতুন উজ্জীবনী আহ্বান শুনলাম।

গোপায়া ইউনিয়নে গঠিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি সভাপতি, পিটিএ সভাপতি, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং উত্তরণে করণীয় নির্ধারণে সভা করলেন। অতঃপর সমস্যা নিরূপণ করে নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে ওয়াচ গ্রুপ। ওয়াচ গ্রুপের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে ২০১৪ সালে এসে এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ কমিটি এবং এর সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি। এই সকল কমিটিকে আরো বেশি কার্যকর করে তুলতে ওয়াচ গ্রুপ অনেকগুলো অবহিতকরণ সভা, প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং নিবিড় যোগাযোগ ও পরামর্শ প্রদান করে। এর ফলে এসব কমিটির সদস্যরা নিয়মিত আলোচনা শুরু করেন। আমরা সকলে মিলে একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করি। এই কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আরো সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বরাদ্দ কাজে লাগানো হয়।

এর ফলে বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া আকর্ষণীয়, অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দময় হয়ে উঠতে শুরু করে। সকলের সহযোগিতায় ২০১৬ সালে বিদ্যালয়টি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ের সামনে শোভা পাচ্ছে বাগান, রয়েছে শিশু কর্নার। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে বিশুদ্ধ পানির জন্য সরবরাহ করা হয়েছে পানির

ফিল্টার ও গ্লাস। শ্রেণিকক্ষগুলো বিভিন্ন উপকরণ ও ছাত্র-ছাত্রীর আঁকা ছবি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আলাদা শৌচাগার। বিদ্যালয়ের চারপাশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে এবং দেয়ালে মনীষীদের বাণী লিখন হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্টিলের গেট। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে কম্পিউটার। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী দিনের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষকরাও তাদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সকলের সহযোগিতার ফলে এই বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি ২০১৪ সালে উপজেলার শ্রেষ্ঠ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমি ২০১৬ সালে উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছি। ক্যাচমেন্ট এলাকার সকল শিশুই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে এবং নিয়মিত আসে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৫ সালে শতভাগ পাস করেছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহায়তায় ও আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি দিনে দিনে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে।

অনিক চন্দ্র পাল
প্রধান শিক্ষক, আলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি এখন অনেক স্থানেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি অনেকাংশে নিশ্চিত হয়েছে। সরকারের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মসূচির সঙ্গে মিল রেখে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্থিক খাতেও ফিরিয়ে আনা হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

খুলনা জেলার বর্ধিষ্ণু উপজেলা বটিয়াঘাটা। এখানকার আমীরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় আশ্রয় ফাউন্ডেশন বাস্তবায়ন করছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের ফলে বদলে গেছে অনেক কিছুই। এর মধ্যে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান বা স্লিপ নামে একটি কর্মসূচি বিদ্যমান। এর আওতায় প্রতি বছর সরকার গড়ে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এ অর্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কল্যাণে উপকরণ ক্রয় এবং ছোটোখাটো উন্নয়নে ব্যয় হয়। এ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্লিপ কমিটি ও সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি রয়েছে। সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি এসএমসি, পিটিএ, শিক্ষক ও অভিভাবক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত। এ কমিটির দায়িত্ব হলো বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। কিন্তু দুঃখজনক হলো ইতোপূর্বে স্লিপ কমিটি থাকলেও এর সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতেন না। পাঁচ সদস্যের সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের পাস কাটিয়েও কোনো কোনো বিদ্যালয়ে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের নিয়ে দুটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান করা হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যজ্ঞান বেড়েছে। ফলে স্লিপ খাতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে। অতীতে এ সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদন প্রস্তুত ও নিরীক্ষা সম্পর্কে না জেনেই তারা কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতেন। এখন আর সেটি হবার উপায় নেই। সামাজিক মূল্যায়ন কমিটির ধারণা সমৃদ্ধ হওয়ায় এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আনোয়ার আহমেদ

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

UKaid from the British people

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd

গণসাক্ষরতা অভিযান CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION